NHS
Sandwell and West Birmingham
NHS Trust

গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকোকাল সংক্রমণ

রোগী ও যোগাযোগকারীদের জন্য তথ্য ও পরামর্শ

সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

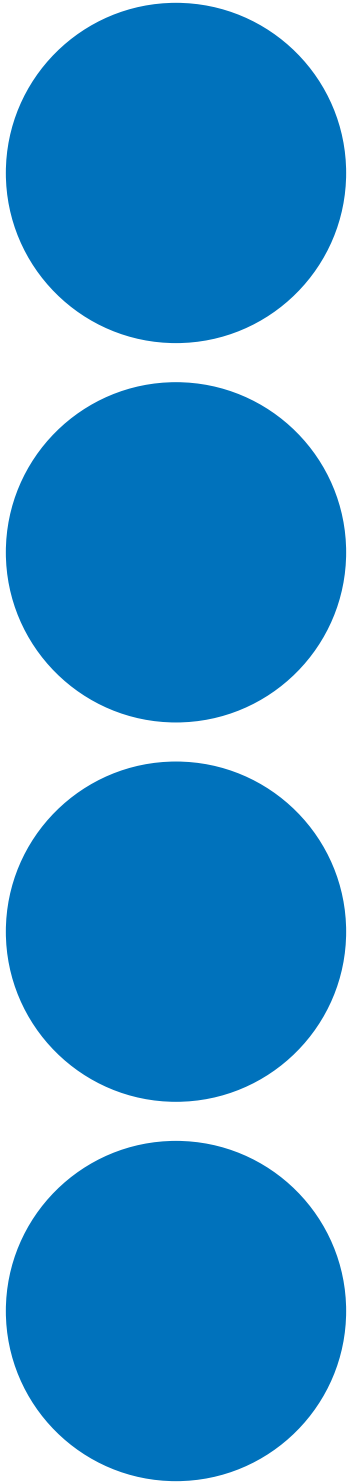

আপনি যদি এই লিফলেটে কোনো সংশোধন বা পরিমার্জন করতে চান, অনুগ্রহ করে এসডব্লিউবি লাইব্রেরী সার্ভিসেস এর সাথে 3587 এক্সটেনশনে যোগাযোগ করুন অথবা swbh.library@nhs.net. ঠিকানায় ইমেইল করুন।

Health & care information you can trust

The Information Standard Certified Member

বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটির একটি শিক্ষণ ট্রাস্ট

Incorporating City, Sandwell and Rowley Regis Hospitals

© Sandwell and West Birmingham NHS Trust

ML5295
প্রকাশের তারিখ: এপ্রিল 2022
পর্যালোচনার তারিখ: এপ্রিল 2025

PATIENTS
PEOPLE
POPULATION

গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকোকাল সংক্রমণ কী?

গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকোকি (জিএএস) হল এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। অনেক লোক এই ব্যাকটেরিয়াগুলো তাদের গলায় অথবা তাদের ত্বকে অক্ষতিকারকভাবে বহন করে থাকে এবং অসুস্থতার কোনো উপসর্গ থাকে না; এটি 'কলোনাইজড' হিসাবে পরিচিত। যেকোনো সময়ে, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন জিএএস দিয়ে কলোনাইজড হতে পারে। জিএএস আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উপসর্গ দেখা দিলে সংক্রমণ ঘটে। জিএএস সংক্রমণ সংক্রামক।

জিএএস সংক্রমণের উপসর্গসমূহ কী কী?

জিএএস সংক্রমণের সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গসমূহ হল:

- হালকা গলা ব্যথা অথবা
- ইমপেটিগো নামক ত্বকের সংক্রমণ
- এছাড়াও ফ্লুয়ের মত উপসর্গ এবং পেশী টনটন করা হতে পারে।

ইনভেসিভ গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকোকাল সংক্রমণ কী?

বিরল ক্ষেত্রে, জিএএস আরও গুরুতর অথবা 'আক্রমণাত্মক' সংক্রমণ (আইজিএএস)ও ঘটাতে পারে। যেখানে আইজিএএস-এর সংক্রমণ ঘটে সেখানে ব্যাকটেরিয়া বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করতে পারে এবং অনেকগুলো গুরুতর এবং কখনও কখনও মারাত্মক শারীরিক সমস্যার কারণ হতে পারে যেমন:

- রক্ত প্রবাহের সংক্রমণ (ব্যাকটেরিয়ামিয়া)।
- গুরুতর সংক্রমণ যা ত্বকের নিচে নরম টিস্যুর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে (নেক্রোটাইজিং ফ্যাসাইটিস)। এটি বিরল।
- স্ট্রেপ্টোকোকাল বিষাক্ত শক সিন্ড্রোম। এটি বিরল তবে এটি অজ্ঞান ভাব, বমি, ডায়রিয়া, উচ্চ জ্বর, ফুসকুড়ি ও বিভ্রান্তির মতো দ্রুত বেড়ে যাওয়া উপসর্গগুলো সৃষ্টি করতে পারে।

আইজিএএস-এর জটিলতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

তীব্র বাতজ্বর (হৃদপিণ্ডের রোগ)

গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস (কিডনি রোগ)

এটি উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও এই অবস্থাগুলো গুরুতর, তবে এগুলো গলা ব্যথা অথবা ত্বকের সংক্রমণের মতো সাধারণ ভাবে ঘটে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমাকে কি কাজ/স্কুল থেকে দূরে থাকতে হবে?

জিএএস সংক্রমণ সংক্রামক। আপনি চিকিৎসা শুরু করার 24 ঘন্টা পর্যন্ত এবং আপনি ফিরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আপনার কাজ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে অন্য লোকজনদেরকে উন্মুক্ত/এক্সপোজ করা এড়াতে হবে। জিএএস সংক্রমণে আক্রান্ত শিশুদের এই সময়ের মধ্যে স্কুলে অথবা ডে কেয়ারে যাওয়া ঠিক হবে না।

কিভাবে জিএএস-এর বিস্তার রোধ করা যায়?

- জিএএস সংক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার পর গরম সাবান পানি দিয়ে আপনার হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি সেগুলোকে ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়েছেন;
- আপনার যদি জিএস সংক্রমণ হয়ে থাকে, তবে দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন লোকজনদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পর 24 ঘন্টা পার না হয়;
- অপাস্তুরিত দুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

আমি আক্রান্ত হলে কে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে?

ইনফেকশন, প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল কনসাল্ট্যান্ট অথবা নার্স সংক্রমণের উৎস সনাক্ত করার চেষ্টা করতে এবং সংক্রমণের আরও বিস্তার প্রতিরোধে আপনাকে সাহায্য করতে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোথায় আমি আরো তথ্য পেতে পারি?

আরও তথ্যের জন্য আপনার জিপি অথবা বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলুন। তথ্যের অন্যান্য উৎস যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

এনএইচএস নন-ইমার্জেন্সি নম্বর

111

এই পুস্তিকার তথ্যের জন্য যেসব উৎস ব্যবহার করা হয়েছে

ইউকে হেলথ সিকিউরিটি অ্যাজেন্সি (2014)। গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকোকাল সংক্রমণ: নির্দেশনা এবং ডেটা। এখানে পাওয়া যায়: https://www.gov.uk/government/collections/group-a-streptococcal-infections-guidance-and-data (8 এপ্রিল 2022 তারিখে অ্যাক্সেস করা হয়েছে)।

আইজিএএস সংক্রমণের উপসর্গসমূহ কী কী?

আইজিএএস সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ ও উপসর্গগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- তীব্র জ্বর
- তীব্র পেশী ব্যথা
- স্থানীয়ভাবে পেশী টনটন করা
- ক্ষতস্থানে লালভাব

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই উপসর্গগুলোর অনেকগুলো অন্যান্য কম গুরুতর শারীরিক সমস্যার কারণে হতে পারে। তবে, আপনি যদি গত 30 দিনের মধ্যে আইজিএএস সংক্রমণ ধরা পড়েছে এমন কারও সংস্পর্শে এসে থাকেন এবং আপনার মধ্যে এই উপসর্গগুলোর যেকোনো একটিরও বিকাশ ঘটে, তবে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ডাক্তারকে বলুন যে আপনি সম্প্রতি ইনভেসিভ গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশনে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন।

আপনি কিভাবে জিএএস-এ আক্রান্ত হন?

জিএএস ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত ব্যক্তির নাকে ও গলায় উৎপন্ন হয় এবং হাঁচি, চুম্বন ও স্পর্শের সময় লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাকটেরিয়ার কেটে যাওয়া ত্বকের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করার এবং আক্রমণাত্মক সংক্রমণ ঘটানোর সম্ভাবনা বেশি। একজন ব্যক্তি তার নিজের ত্বকের ক্ষত অথবা সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হতে পারেন।

একজন আত্মীয় অথবা পরিবারের সদস্যের কাছ থেকে আইজিএএস-এ আক্রান্ত হওয়া খুবই বিরল।

মাঝে মাঝে অপাস্তুরিত দুধ অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়ার ফলে জিএএস-এর সংক্রমণ হয়

কী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে?

যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে যারা রয়েছেন:

- খুব অল্প বয়স্ক অথবা বয়স্ক মানুষ;
- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, এইচআইভি সংক্রমণ অথবা ক্যান্সারের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ;
- যারা সম্প্রতি চিকেন পক্সে আক্রান্ত হয়েছেন;
- যারা উচ্চ মাত্রার স্টেরয়েড থেরাপি নিচ্ছেন;
- ইনজেকশন দিয়ে নিতে হয় এমন ড্রাগ ব্যবহারকারীগণ।

কিভাবে জিএএস রোগ নির্ণয় করা হয়?

সম্ভাব্য উপসর্গগুলোর বিস্তৃত পরিসর ডাক্তারদের জন্য জিএএস সংক্রমণ প্রাথমিকভাবে নির্ণয় করাকে কঠিন করে তোলে। যদি আপনার জিএএস সংক্রমণ হয়েছে বলে সন্দেহ থাকে, তাহলে আপনার রক্তের নমুনা অথবা নাক অথবা গলার সোয়াব নেওয়া ও পরীক্ষা করা হতে পারে।

যদি আপনার জিএএস সংক্রমণ ধরা পড়ে, সেক্ষেত্রে কখনও কখনও আত্মীয়স্বজন অথবা আপনার সংস্পর্শে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিদেরও পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে তারা একই ধরনের জিএএস বহন করছেন কিনা সেটি দেখার জন্য। এটি সাধারণত নাক ও গলার সোয়াব গ্রহণ করে করা হয়।

জিএএস-এর চিকিৎসা কী?

জিএএস দিয়ে কলোনাইজড বেশিরভাগ লোকজনেই কখনই এর জন্য চিকিৎসা নেন না। এর কারণ হল জিএএস ব্যাকটেরিয়া কোনো সমস্যা না করেই আমাদের ত্বকে অথবা আমাদের মুখের মধ্যে বেশ আনন্দের সাথেই বসবাস করতে পারে।

জিএএস সংক্রমণের চিকিৎসা সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন দিয়ে সফলভাবে করা হয়। আপনার যদি পেনিসিলিনে অ্যালার্জি থাকে, তাহলে আপনাকে অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার জিপি অথবা ডাক্তারকে জানাতে হবে যাতে একটি নিরাপদ বিকল্প অ্যান্টিবায়োটিক নির্ধারণ করা যায়। নির্ধারিত অ্যান্টিবায়োটিকের পুরো কোর্স সম্পন্ন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জিএএস সংক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তির নিবিড় সংস্পর্শে আসা লোকজনদেরও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে যদি তাদের এমন উপসর্গগুলো থাকে যা ইঙ্গিত দেয় যে তারাও সংক্রমিত। নবজাতক সময়কালে (জীবনের প্রথম 28 দিন) একজন মা অথবা শিশুর আইজিএএস হলে, উভয়কেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে।

প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের পরিমাপক হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিকও দেওয়া যেতে পারে। এটি সংক্রমণের বিস্তারকে রোধ করার জন্য।

চিকিৎসা গ্রহণের সুবিধা কী কী?

সফল চিকিৎসা বলতে সাধারণত বোঝায় যে কোনো সংক্রমিত ব্যক্তি কোনো বড় ধরণের জটিলতা ছাড়াই আরোগ্যলাভ করেন।

চিকিৎসার কি কোনো ঝুঁকি রয়েছে?

অ্যান্টিবায়োটিকের সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, বমি এবং ডায়রিয়া। আপনি যদি এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলোর কোনো একটি থেকে ভুগতে থাকেন তারপরেও অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা বন্ধ করবেন না তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার জিপি অথবা ডাক্তারের সাথে দেখা করুন কেননা তারা আপনার চিকিৎসার পরিবর্তন করতে পারে অথবা বমি বমি ভাব মোকাবেলা করার জন্য আপনাকে কিছু দিতে পারেন।

চিকিৎসা না নেওয়ার ঝুঁকিগুলো কী কী?

আপনি যদি আপনার অ্যান্টিবায়োটিকগুলো গ্রহণ না করেন অথবা দেওয়া ওষুধের পুরো কোর্স শেষ না করেন তবে আপনার সংক্রমণ আরও খারাপ হতে পারে এবং গুরুতর ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী হতে পারে।

কোনো বিকল্প আছে কি?

সংক্রমণ গুরুতর হলে ইনজেকশনের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হতে পারে। নেক্রোটাইজিং ফ্যাসাইটিসের ক্ষেত্রে, আক্রান্ত টিস্যু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করার প্রয়োজন হয়।

আমি কতদিনের জন্য সংক্রামক থাকব?

যদি চিকিৎসা না করা হয়, জিএএস সংক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত গলা ব্যথা হওয়ার পরে 2-3 সপ্তাহের জন্য সংক্রামক থাকেন। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হলে, জিএএস সংক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা শুরু করার 24 ঘন্টা পরে সংক্রামক হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।